ইউনিট ৯

সমাজকল্যাণে বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও মূল্যবোধ

ভূমিকা

সমাজকল্যাণে বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও মুল্যবোধ এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে দর্শন, সমাজকল্যাণ দর্শন, সমাজকল্যাণ দর্শনের ভিত্তি, ধর্ম, ধর্মীয় দর্শন ও মুল্যবোধ কি? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

দর্শন

Philosophy শব্দটি এসেছে দু'টি গ্রীক শব্দ Philos এবং Sophia থেকে। বাংলায় Philos শব্দের অর্থ প্রীতি বা অনুরাগ (love) আর ঝড়ঢ়যরধ শব্দের অর্থ জ্ঞান (Knowledge) বা প্রজ্ঞা (Wisdom) তাই এই অর্থে Philosophy অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানপ্রীতি, প্রজ্ঞানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।

সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখা জীবন ও জগত সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে দর্শন বলে। মানব জীবনের সকল দিক বা বিভাগই দর্শনের আওতাভূক্ত। কোন বিজ্ঞানই শুন্য থেকে গড়ে উঠেনি। দার্শনিক ভিত্তি ব্যতীত কোন বিজ্ঞান, মতবাদ, তত্ত্ব, সংগঠিত পদ্ধতি ইত্যাদি গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সমাজবিজ্ঞানী অগাষ্ট কোঁত (Aughst Comte) বলেন যে, "দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" (Philoshphy is the science of all Sciences)

শাস্ত্র হিসেবে দর্শন প্রথমে জীবন ও জগত সম্পর্কে কল্পনা প্রসুত ধারণা পোষণ করে। পরে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে। অতঃপর যুক্তি, তর্ক ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে কোন বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দান করে। অর্থাৎ দর্শনের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষিত, যুক্তিনির্ভর, সত্য, সঠিক, নির্ভূল, নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

সমাজকল্যাণ দর্শন

সাধারণভাবে বলা যায়, যে জ্ঞান ভান্ডারের উপর ভিত্তি করে সমাজকল্যাণ গড়ে উঠেছে তাকে সমাজকল্যাণ দর্শন বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে সব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মৌলিক নীতি, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, মুল্যবোধ, বাস্তবতা ও প্রেরণার উপর ভিত্তি করে সমাজকল্যাণ তার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনা করে সেগুলোর সমন্বিত রূপই হচ্ছে সমাজকল্যাণ দর্শন।

সমাজকল্যাণ দর্শনের ভিত্তি

সমাজকল্যাণ দর্শনের মুলে যে সকল বিশ্বাস, মুল্যবোধ, আদর্শ ও প্রেরণা কাজ করেছে সেগুলোকেই সমাজকল্যাণ দর্শনের ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই ভিত্তির প্রধান উপাদান গুলো হল ধর্ম, ধর্মের সামাজিক মুল্যবোধ, আদর্শ, ধারণা, মৌলিক নীতি, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, আর্ত-মানবতার সেবা, অদৃষ্ট পূর্ব বিপর্যয় মুলক পরিস্থিতি, শিল্প পরবর্তী সমাজের জটিল সমস্যা, প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমুলক চিন্তা, মানবতাবোধ, সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন ইত্যাদি।

ধর্মীয় দর্শন

ধর্ম সমাজ কাঠামোর একটি মৌলিক উপাদান। স্মরণাতীত কাল থেকে এই ধর্ম সমাজের মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শান্তি শৃংঙ্খলা আনয়ন, সমাজের সার্বিক দিকের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতি সাধন তথা সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় মানুষ যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। মানুষ চিন্তা-চেতনা এমনকি অবচেতন মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব ধারণ করে এবং সেই স্রষ্টাকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রূপ ক্রিয়াকর্ম করে থাকে। অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে অতি প্রাকৃত কোন শক্তিতে বিশ্বাস এবং সেই শক্তিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা।

জেমস. জি. ফ্রেজার (James G. Frazer) এর মতে, "ধর্ম হচ্ছে মানুষের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী এমন একটি শক্তি যা প্রকৃতির এবং মানবজীবনের ধারাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।"

সমাজ বিজ্ঞানী দুরখিম (Durkhaim) এর মতে, "ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বিশ্বাস এবং অনুশীলনের এক সুষম পদ্ধতি।"

সুতরাং বলা যায় যে, ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি বিধান যা মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে প্রধান চারটি ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম।

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি, আদর্শ, বিশ্বাস, মুল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি ও আইন-কানুন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় দর্শন গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় দর্শন বিভিন্ন ধর্মের আলোকে হতে পারে। যেমন- ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। আবার সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ ধর্মীয় দর্শন ও হতে পারে।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ ধারণাটি মূলতঃ দর্শন সমন্বীয় (Philosophical)। মূল্যবোধকে বিশ্লেষণ করলে দু'টি ধারণা পাওয়া যায়। একটি হল মুল্য যার অর্থ হল মর্যাদা দেয়া, গুরুত্ব দেয়া বা স্বীকৃতি দেয়া। আর বোধ হলো উপলব্ধি, ধারণা বা বিশ্বাস। সুতরাং মূল্যবোধ হল যে ধারণা, উপলব্ধি বা বিশ্বাসকে মানুষ মর্যাদা দেয়, গুরুত্ব বা স্বীকৃতি দেয়, সংক্ষপে তা-ই মূল্যবোধ। উদাহরণ স্বরূপ যেমন- বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, সহযোগিতা, সাম্য ইত্যাদি।

আর.এম. উইলিয়াম (R.M. William) এর মতে, "মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছার এমন একটি মানদন্ড যার আদর্শে মানুষের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি পরিচালিত হয় এবং সমাজে মানুষের কাজের ভালমন্দ বিচার করা হয়।"

এম. ডিব্লউ পামফ্রে (M.W. Phampry) বলেন, "ব্যক্তি ও দলের অবিন্যস্ত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশই হচ্ছে মূল্যবোধ।"

অবস্থা ও প্রকৃতিগত দিক থেকে মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে যেমন- সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্ম), সমাজ কর্মের মূল্যবোধ, সাহিত্যের মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, শিক্ষার মূল্যবোধ, শিল্পের মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার মূল্যবোধ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, সুক্ষতি সুক্ষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মূল্যবোধগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের চেয়ে সম্পর্কই বেশি। অর্থাৎ নামের দিক পার্থক্য হলেও কাজের দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই। মূল্যবোধের কয়েকটি উদাহরণ থেকে তা সহজেই বুঝা যায়। যেমন- ব্যক্তির মুল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সকলকে সমান সুযোগ দান ইত্যাদি। এগুলো প্রায় সকল ধরণের মূল্যবোধের সাধারণ মূল্যবোধ হিসেবে পরিচিত। আবার ব্যবহার বা প্রভাবের দিক থেকে মূল্যবোধ দুই প্রকার, যথা-

ক) ইতিবাচক বা হ্যাঁ সুচক মূল্যবোধ, খ) নেতিবাচক বা না সুচক মূল্যবোধ।

ক) ইতিবাচক বা হ্যাঁ সুচক মূল্যবোধ ঃ যে প্রত্যয়, ধারণা ও বিশ্বাস সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর তা-ই ইতিবাচক মুল্যবোধ। যেমন- গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, শিক্ষককে মান্য করা ইত্যাদি।

খ) নেতিবাচক বা না সুচক মূল্যবোধ ঃ যে প্রত্যয়, ধারণা ও বিশ্বাস সমাজের ও মানুষের জন্য অকল্যাণকর তা-ই নেতিবাচক মুল্যবোধ। যেমন গুরুজনকে শ্রদ্ধা না করা। শিক্ষককে মান্য না করা বা অমান্য করা

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল -

পাঠ-৯.১ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অবদান
পাঠ-৯.২ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের অবদান
পাঠ-৯.৩ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের অবদান
পাঠ-৯.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধর্মের অবদান
পাঠ-৯.৫ ঃ আধুনিক সমাজকল্যাণে ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব

পাঠ-৯.১ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি----

☞ ৯.১ঃ১ ইসলাম ধর্মের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন

☞ ৯.১ঃ২ সমাজকল্যাণে ইসলাম ধর্মের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.১ঃ১ ইমলাম ধর্মের পরিচয়

'ইসলাম' বিশ্বের প্রধানতম ধর্ম, মানবতার মহামুক্তির মহাসনদ। এটি শুধু একটি ধর্মই নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবমুখী পবিত্রতম জীবন বিধান- The complete code of life." মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা এ বিধানে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ইসলাম' আরবি শব্দ; এর মুল 'সলম' ধাতু থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ শান্তি, সন্ধি, নিরাপত্তা, আনুগত্য, মান্য, গ্রহণ প্রভৃতি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ, মান্য ও আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে শান্তি, সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্জনের নাম ইসলাম। আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম ইসলামেই মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয়, সমষ্টিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক , আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এটি এমন এক চিরন্তন ও মৌল বিধান যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিদ্যমান। আধুনিক অর্থে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্ত বভিত্তিক বিপ্লব (a realistic revolution)।

৯.১ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ইমলাম ধর্মের অবদান

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তন ও বিকাশে ইসলামের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়।

১। **পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ঃ** ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা উপস্থাপন করে সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্বজগৎ আল্লাহর পরিড়্গার। সে-ই আল্লাহর কাছে ভাল, যে তার পরিবারের কাছে "-এ ঘোষণার মাধ্যমে মানবমন্ডলীর সামগ্রিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সার্বজনীন এ জীবন বিধানে প্রার্থনার সঙ্গীতই হচ্ছে, "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর। " সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনই এর মহান উদ্দেশ্য।

২। **জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা ঃ** ইসলামে জ্ঞানার্জনের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হচ্ছে। "পড় বা জ্ঞানার্জন কর।" (আলাক : ১) "জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বাধ্যতামুলক।" মানবজাতির চির অজ্ঞনতা, অন্ধকার, অনৈতিকতা, জুলুম-অত্যাচার, অসত্য, অকল্যাণ দুর করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন নাজিল করা হয়েছে যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস।

৩। **মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ঃ** পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) প্রেরণ করছি।" (২:৩০) অন্যত্র বলা হয়েছে "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।" (৩:১১০)।

৪। **ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ** ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । কুরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে "নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।" ইসলাম পূর্ণ আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

৫। **আত্মনির্ভরশীলতা ঃ** স্বাবলম্বন অর্জনের প্রতি ইসলাম অতীব গুরুত্ব দিয়েছে এবং কর্মহীনতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তোমরা উপাসনা কর এবং পরে দৈনন্দিন কাজে বেরিয়ে পড়।" হাদিস শরীফেও অনুরূপ ঘোষণা এসেছে "কর্মহীন ঈমান আর ইমানহীন কর্ম আল্লাহ গ্রহণ করেন না।"

৬। **বৈষম্যহীন ঃ** ইসলাম সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক মহান বৈষম্যহীন জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে আগ্রহী। এজন্য সকল বন্দীত্ব, গ্লানি, ধনী-নির্ধন, আশরাফ- আতরাফ, সাদা-কালো, আরব-অনাবর, বংশ গৌরব, অভিজাত্য প্রভৃতি সকল ভেদাভেদ দুর করে ইসলাম সুখী শান্তিপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে।

৭। **সমাজসেবা ঃ** সমাজসেবা ইসলামের মানবধর্মের মর্মকথা। "সকল কাজের মধ্যে সমাজসেবাই শ্রেষ্ঠ। তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে অপরের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে।" মাহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ "মুসলমানগণ যেন তাদের মাতাপিতা, নিকটত্মীয়, এতিম, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে।" (২ : ২১২) সুতরাং আর্তমানবতায় সেবায় ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

৮। **ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণ ঃ** ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমুহ জনকল্যাণ তথা সমাজকল্যাণের শ্রেষ্ঠতম নির্দশন। জাকাত, দান-সদকা, ফিতরা, বায়তুল মাল, ওয়াকফ, এতিমখানা, লঙ্গরখানা প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধিত হয়। তাছাড়া মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজকল্যাণমুলক কার্যক্রম পরিচলনা করা হয়। শিক্ষা বিস্ত ার, দারিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি ও বেকারত্ব নিরসন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা দুরীকরণ, জনসংখ্যা রোধ, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, যুব অসন্তোষ ইত্যাদি প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলাম কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯। **নারী স্বাধীনতা ও অধিকার ঃ** ইসলাম সর্বাগ্রে নারী স্বাধীনতা দিয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ নারীগণ তোমাদের (পুরুষগণের) জন্য বসনস্বরূপ এবং তোমরা (পুরুষগণ) নারীদের জন্য বসনস্বরূপ।"

১০। **সামাজিক নিরাপত্তা ঃ** জাতি-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে ইসলাম সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক পেনশন ও সাহায্য কর্মসুচী উল্লেখ্য।

১১। **অর্থনীতি ঃ** কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। যেখানে সম্পদের সুষম বন্টন, বৈষম্য হ্রাস, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অভিশাপ ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি, পূর্ণ কর্মসংস্থান, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়।

১২। **কল্যাণ রাষ্ট্র ঃ** মানবতার মহান মুক্তিদুত হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারে ভিত্তিতে মদীনায় বিশ্বের সর্বপ্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও চারিত্রিক সকল উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৩। **সার্বজনীন মুল্যবোধ ঃ** ইসলামের সার্বজনীন মুল্যবোধসমুহ সমাজকল্যাণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; যথা-

ক. ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি,
খ. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার,
গ. সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি
ঘ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ,
ঙ. সম মর্যাদা ও সুযোগ,
চ. পারস্পরিক সাহায্য,
ছ. সামাজিক দায়িত্ব ও সমাজসেবা,
জ. সম্পদের সদ্ব্যবহার,
ঝ. স্বাবলম্বন অর্জন,
ঞ. সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা,
ট. সামাজিক ন্যায়বিচার,
ঠ. সামাজিক গণতন্ত্র প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তন ও বিকাশে ইসলাম ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামি জীবন দর্শন, আদর্শ ও মুল্যবোধ, সুমহান শিক্ষার সাথে সমাজকল্যাণের মুল্যবোধ, দর্শন ও মানদন্ডের ব্যাপক সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা বিজ্ঞানসম্মত ও সুপরিকল্পিত। বিশ্ব বিশ্রুত সাহিত্যিক 'জর্জ বানার্ড শ' এর উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ

প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ধর্মের যুগ অতিক্রান্ত। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর সব কটি ধর্মই নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের চিরঞ্জীব ও শাশ্বত হয়ে থাকার বিশেষত্ব ও যোগ্যতা বর্তমান। কেননা তা সবদিক থেকে উন্নত।"

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সমুহের মধ্যে ইসলাম ধর্ম অন্যতম প্রধান ধর্ম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। একটি বাস্ত বমুখী বিপ্লব ও বটে। ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা, আনুগত্যের অর্থ মেনে নেয়া, গ্রহণ করা এবং সেই মত জীবন যাপন করা। ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম এমন এক চিরন্তন ও মৌলিক বিধান যা মানুষকে জীবন চলার পথে প্রতি নিয়ত দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আধুনিক সমাজকল্যনের বিকাশে ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ইসলাম ধর্মের অবদান খুবই কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, ইসলাম ধর্ম মানুষকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে তাকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। তৃতীয়ত, ইসলাম মানুষের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং আত্মনির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী। চতুর্থত, ইসলাম মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করে না বরং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার উপর সকলের সম অধিকার নিশ্চিত করেছে। পঞ্চমত, ইসলাম মানব সেবাকে মহাপুণ্য মনে করে যা যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ষষ্ঠত, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলমান তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। আর এসবই সমাজকল্যাণের নীতি, আদর্শ, মুল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক সমাজকল্যাণের দার্শনিক ও ব্যবহারিক দিকের বিকাশে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন ও অনুপ্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইসমাল ধর্মের প্রকৃতি কী ?

ক) একটি জীবন বিধান
খ) একটি আধুনিক ধর্ম
গ) পরকালীন জীবন বিধান
ঘ) একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

২। ইসলাম ধর্মের সৃষ্টি কর্তা কে ?

ক) হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
খ) মহান আল্লাহ
গ) হযরত আদম (আঃ)
ঘ) হযরত জিব্রাইল (আঃ)

৩। বিশ্বের সর্ব প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র কে কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন ?

ক) হযরত আবু বকর (রাঃ), মদীনায়
খ) হযরত ওমর (রাঃ), মক্কায়
গ) হযরত মোহাম্মদ(সাঃ), মদীনায়
ঘ) হযরত ওসমান (রাঃ), আরবে।

পাঠ-৯.২ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি--

☞ ৯.২ঃ১ হিন্দু ধর্মের ধারণা দিতে পারবেন

☞ ৯.২ঃ২ সমাজকল্যাণে হিন্দু ধর্মের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন

৯.২ঃ১হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্ম তুলনামুলক ভাবে একটি প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের উৎপত্তি মুলতঃ আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' থেকে। এজন্য হিন্দু ধর্মকে 'বৈদিক ধর্ম' বা সনাতন ধর্ম ও বলা হয়। আদি বৈদিক যুগে হিন্দু ধর্মে কোন বর্ণ ভেদ প্রথা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদ সৃষ্টি এবং পূর্বের তুলনায় মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

৯.২ঃ২ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের অবদান নিম্নরূপঃ

১। **বদান্যতা ও ত্যাগ ঃ** হিন্দুধর্মে দানশীলতাকে বদান্যতা বলে। তাছাড়া এটি ত্যাগের ধর্ম। বদান্যতা বা ত্যাগ ৩ ভাবে সম্পাদিত হয়। যেমন- ক) অর্থদান খ) অভয়দান গ) বিদ্যাদান।

২। ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান-ধ্যান, বিনয়-সমবেদনা প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী ধর্মীয় গুণাবলীর মধ্যে বিকশিত হয়। অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান, বিদ্যাহীনে বিদ্যাদান, অসুস্থকে সেবাদান, শোকার্তকে সমবেদনা দান প্রভৃতি পূণ্যের কাজ হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩। **শিক্ষা ঃ** শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে হিন্দুধর্মে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে "জ্ঞান আহরণের ন্যায় জগতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নেই।" জ্ঞান বা শিক্ষা সম্প্রসারণে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

৪। **কর্ম ঃ** হিন্দুধর্মে কর্মের গুরুত্ব অত্যাধিক। কারণ কর্মগুণে মানুষ স্বর্গে বা নরকে যাবে। তাছাড়া পুনর্জন্মে মন্দ কর্মের দরুন ইতর প্রাণী (যেমন কুকুর, বিড়াল) হয়ে জন্মাতে পারে বলে সবাই ভাল কাজ করতে চায়। " কর্ম-শিক্ষা ও কর্ম প্রেরণাকে হিন্দুধর্মের একটি বিশেষত্ব হিসেবে লক্ষ্য করা যায়।

৫। **প্রথা ও জনকল্যাণ ঃ** হিন্দু ধর্মে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ। ৩৩ কোটি দেবদেবীকে তুষ্ট করতে অনেক পূজা করতে হয়। এসব পূজা-পার্বণের মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায়দের সাহায্য করা হয়। ' দেবোত্তর প্রথা', মঠ, সন্ন্যাসীদের আশ্রম, মন্দির, হাসপাতাল, মিশন প্রভৃতির মাধ্যমেও বহু জনকল্যাণকর কার্য পরিচালিত হয়।

৬। **সমাজসেবা ঃ** আর্তমানবতার সেবাকে হিন্দুধর্মে উৎসাহিত করা হয়েছে। দুস্থ-দরিদ্রদের সেবা, পাড়া-প্রতিবেশীকে ভালবাসা ও সর্বজীবের কল্যাণে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "নারায়ণ তথা ভগবান দরিদ্রদের মাঝে অবস্থান করেন, তাই দরিদ্রদের সেবার মাধ্যমে নারায়ণের সেবা সম্ভব।" (সেনগুপ্ত:২৩৫) তাঁর মতে, জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা।

৭। **হিন্দুধর্মের সংস্কার ঃ** হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মাণ্যবাদের কবলে পড়ে প্রকট বর্ণবাদসহ বহু অমানবিক কু-প্রথা ও কুসংস্কারে যখন জর্জরিত তখন শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারক ও সেবকগণ এগিয়ে আসেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন।

৮। **সন্ন্যাসব্রত ঃ** হিন্দুধর্মে সর্বপ্রকার, লোভ-লালসামুক্ত হয়ে, নিস্কাম ব্রাহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রতকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে ভ্রমণ, সৎপথে জীবন চালনা, উপদেশ প্রদান ভক্তদেরসহ সমাজকল্যাণ সাধিত হয়।

৯। **মুল্যবোধ ঃ** হিন্দুধর্মের মুল্যবোধসমুহ সমাজকল্যাণে উল্লেখযোগ্য ; যেমন-

ক) নারায়ন জ্ঞানে সর্বভূতের (দরিদ্রদের) সেবা,-

খ) দয়া-দাক্ষিণ্য ও সাহায্য-সেবা,

গ) বদান্যতা,

ঘ) অন্যের কল্যাণে নিযুক্ত হওয়া,

ঙ) সন্ন্যাসব্রতের মাধমে সৎজীবন প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধমে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুধর্মের মাধ্যমে বহু সমাজকল্যাণমুলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সুতরাং সমাজকল্যাণের বিকাশে হিন্দুধর্মের অবদান অপরিসীম।

সারাংশ ঃ

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি মুলত ঃ আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' থেকে। এই জন্য হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম ও বলা হয়। বৈদিক যুগে হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের সংরক্ষক শ্রী চৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্ঠায় হিন্দু ধর্ম মানবকল্যাণ মুখী হয়ে উঠে।

সমাজকল্যাণে হিন্দু ধর্মের যথেষ্ট অবদান আছে। যেমন-

প্রথমত ঃ হিন্দু ধর্ম আর্ত-মানবতার সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানকরা হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভগবত গীতায় 'দানশীলতাকে সর্বোত্তম কাজ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যা সমাজকল্যাণের মুলভিত্তি।'

দ্বিতীয়ত ঃ হিন্দু ধর্মে মানব প্রেমের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও মানব প্রেমের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত ঃ হিন্দু ধর্মের অন্যতম সমাজ কল্যাণ প্রথা হচ্ছে দেবোত্তর। এর মাধ্যমে বহু সমাজকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান যেমন- আশ্রম, মন্দির, টোল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আর্ত-মানবতার সেবায় আজও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হিন্দু ধর্ম একটি ----

ক) আধুনিক ধর্ম খ) বৈজ্ঞানিক ধর্ম

গ) সনাতন ধর্ম ঘ) বিপ্লবী ধর্ম।

২। "জ্ঞান আহরনের ন্যায় জগতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নেই" এ প্রবাদ কোন ধর্ম গ্রন্থে আছে ?

ক) গীতায় খ) বাইবেলে

গ) রামায়নে ঘ) ত্রিপিটকে।

পাঠ-৯.৩ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি---

☞ ৯.৩ঃ১ বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় দিতে পারবেন

☞ ৯.৩ঃ২ সমাজকল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মের অবদান বলতে পারবেন

৯.৩ঃ১ বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটে হিন্দু ধর্মের কঠোর বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মাণ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্ত্বক প্রতিবাদ হিসেবে। সমাজে মানুষের সমানাধিকার, সার্বিক কল্যাণ ও সেবার নীতি নিয়েই বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক মহান গৌতমবুদ্ধ বর্ণবাদ ও ব্রাহ্মাণ্যবাদকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। বৌদ্ধ ধর্মের মুলমন্ত্র হচ্ছে। 'অহিংসা পরম ধর্ম'। গৌতমবুদ্ধ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগত ও জীবন অবলোকন করে চারটি সত্যে উপনীত হন। ১) পৃথিবীর সবকিছুই দুঃখময় ২) দুঃখের অবশ্যই কোন না কোন কারণ রয়েছে। ৩) দুঃখ নিরোধের কোন না কোন উপায় অবশ্যই আছে। ৪) দুঃখের নিরোধ সম্ভব এবং অবশ্যই সম্ভব। তিনি দুঃখ নিরোধের পন্থা হিসেবে আটটি উপায়ের কথা বলেন। যেমন- ১। সৎজীবন ২) সৎকর্ম ৩) সৎবাক্য ৪) সৎচিন্তা ৫) সৎ ইচ্ছা ৬) সৎচেষ্টা ৭) সৎ দৃষ্টি ও ৮) সৎ লোভ।

৯.৩ঃ২ সমাজকল্যাণে বৌদ্ধধর্মের অবদান

১। **বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ঃ** বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। মানবত্বই এর মুল শ্লোগান। বুদ্ধের বাণীসমুহ ৩ পিটকে সন্নিবেশিত হওয়ায় একে ত্রিপিটক বলে। এছাড়া তাঁর অনুশাসন সম্বলিত গ্রন্থের নাম জাটাকা (Jataka) বৌদ্ধধর্ম মুলত কর্মে বিশ্বাসী।

২। **দুঃখবোধ ও দুরীকরণের উপায় ঃ** বুদ্ধদেব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বাস্তব অবলোকন করে ৪ মহান সত্যে (Noble Truth) উপনীত হন (১) দুঃখ ভোগ আছে (২) দুঃখভোগের কারণ আছে (৩) দুঃখভোগ দুরীকরণ সম্ভব ও (৪) দুঃখভোগ দুরীকরণের উপায় আছে। অতএব তিনি দুঃখ নিরোধ ৮ অঙ্গ সম্বলিত পথ- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (8 fold Noble path) নির্দেশ করেছেন ঃ ১। সৎ জীবন ২। সৎ চিন্তা ৩। সৎ বাক্য ৪। সৎ নিষ্ঠা ৫। সৎ কর্ম (জীবিকা) ৬। সৎ প্রচেষ্টা ৭। সৎ দৃষ্টি ৮। সৎ চিন্তা (সাধু ধ্যান)।

৩। **দানশীলতা ঃ** বৌদ্ধধর্মে দানশীলতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপিত হয়েছে। এ দান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক বা সংঘকেন্দ্রিক উভয় প্রকার হতে পারে।

৪। **ব্যক্তিস্বাধীনতা ঃ** বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। "অহিংসা পরম ধর্ম"- এ নীতির আলোকে বুদ্ধ সকল বর্ণভেদ, হিংসা-দ্বেষ, পৌরোহিত্য, কৌলীন্য, কৌলীন্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর ঘোষণা, "নিজের দ্বীপ প্রজ্বলিত করে নিজেই নিজের মুক্তির পথ পরিস্কার করো, অন্যের উপর নির্ভর করো না।"

৫। **সামগ্রিক কল্যাণ ঃ** বৌদ্ধধর্ম সামগ্রিক জীবন বিধানে বিশ্বাসী। ধর্ম অর্থ বৌদ্ধদের কাছে আইন, সত্য নীতি বা বিশ্ববিধান। জীবনের অখন্ড সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাই বৌদ্ধধর্ম ঘোষণা করে- "জীব হত্যা মহাপাপ, সবজীবে দয়া প্রদর্শন কর।"

৬। **সমত্ববোধ ঃ** জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই কাতারে শামিল করে বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্ব দরবারে সমত্ববোধের এক মহান আদর্শ উপস্থাপন করেছে। ' জন্মে হোক তথা কর্ম-হোক ভাল' এ বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বুদ্ধদেব সার্বজনীন মানবতার ধর্ম প্রচার করেন যেখানে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শুদ্র-চন্ডাল, কুলি-মজুর, আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই প্রবেশাধিকার পায়।

৭। **জনকল্যাণ ঃ** বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন জনকল্যাণমুলক কাজকে উৎসাহিত করে। সাধারণসহ অষ্টাঙ্গিক মার্গ শিক্ষা, ইহলৌকিক কল্যাণ, শিক্ষক ও ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা, খাদ্য বিতরণ এবং দুস্থ-অসহায়-দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণির কল্যাণার্থে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৮। **পঞ্চশীলা নীতি ঃ** গৌতম বুদ্ধ মানুষের স্বাধীন ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের নিশ্চয়তা প্রদান এবং ব্যক্তিগত, দলগত, সমষ্টিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রিক হিংসা-দ্বেষ দুর করে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও শান্তির সেতুবন্ধন রচনাকল্পে পঞ্চমশীল নীতি প্রচার করেন-

ক) প্রাণিহত্যা (নিপীড়নসহ) না করা,
খ) চুরি (অবৈধ দখল) না করা,
গ) মিথা-কামাচার (ব্যভিচার) থেকে বিরত থাকা,
ঘ) মিথ্যা কথা (দুষণীয় ভাষণ) বর্জন করা ও
ঙ) মাদকদ্রব্য (মাদকাসক্তি) বিরোধী শিক্ষাদান।

৯। **সৌহার্দমুলক সমাজ গঠন ঃ** বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রেমময় নিস্কাম-নিলোর্ভ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৌহার্দ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মানুষের সমানাধিকার, সার্বজনীন কল্যাণ, আলস্য ত্যাগ করে কর্মে নিয়োজিত হবার মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা দান, সর্বজীবে সেবার নীতি ও সৌহার্দ পূর্ণ পরিবেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

১০। **মুল্যবোধ ঃ** বৌদ্ধধর্মের উল্লেখযোগ্য মুল্যবোধসমুহ হচ্ছে-

ক) ঈশ্বরে নয় কর্মে বিশ্বাস,
খ) অহিংসা পরম ধর্ম,
গ) সকলই দুঃখময় এবং দুঃখ দুর করতে হবে,
ঘ) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,
ঙ) সকল প্রাণীর (সার্বজনীন) কল্যাণ, এবং
চ) সাম্রগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি।

উপসংহারে বলা যায়, সমাজকল্যাণের বিবর্তণ ও বিকাশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও অবদান অপরিসীম। এ ধর্মের অনুভূতি, বাণী, কার্যক্রম ও মুল্যবোধসমুহ সমাজকল্যাণের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সারাংশ ঃ

হিন্দু ধর্মের কঠোর বর্ণবাদ প্রথার প্রতিবাদ স্বরূপ মানুষের সমানাধিকার, সার্বজনীন কল্যাণ এবং সেবার নীতি নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব। অহিংসা পরমধর্ম এটি বৌদ্ধ ধর্মের মুলমন্ত্র।

প্রথমত ঃ হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানায় বৌদ্ধ ধর্ম যা সমাজকল্যাণ ও করে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ বৌদ্ধ ধর্ম সকল ধরণের অসৎ কার্যকলাপ বর্জন করে সৎচরিত্রের অধিকার হওয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ বৌদ্ধ ধর্মে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে দান করার প্রতি বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করা হয়।

চতুর্থত ঃ বৌদ্ধ ধর্ম সার্বিক কল্যাণের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সৌহার্দমুলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় সেখানে সবাই সুখে ও শান্তিতে বসবাস করবে। আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্য ও একই ধরনের সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বৌদ্ধ ধর্মে মুল মন্ত্র কি ?

ক) সৎ জীবন　　খ) সৎ কর্ম
গ) সৎ চিন্তা　　ঘ) অহিংসা পরম ধর্ম।

২। "জীব হত্যা মহাপাপ, সবজীবে দয়া প্রদর্শন কর" এটি কোন ধর্মের উক্তি ?

ক) হিন্দু ধর্ম　　খ) খ্রীষ্ট ধর্ম
গ) বৌদ্ধ ধর্ম　　ঘ) ইসলাম ধর্ম।

পাঠ-৯.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি অধ্যয়ন করে আপনি----

☞ ৯.৪ঃ১ খ্রিস্টান ধর্মের পরিচয় দিতে পারবেন

☞ ৯.৪ঃ২ সমাজকল্যাণে খ্রিস্টান ধর্মের অবদান বলতে পারবেন।

৯.৪ঃ১ খ্রিস্টান ধর্ম

খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন যীশুখ্রিস্ট। ইসলাম ধর্ম মোতাবেক যীশু খ্রিস্টের নাম হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)। এ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম 'বাইবেল'। বাইবেলেই খ্রিস্ট ধর্মের যাবতীয় সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। মানব প্রেম, মানব সেবা ভ্রাতৃত্ববোধ ও অহিংসার প্রতি এতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "খোদার রাজ্যে সবাই সমান" এটি হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মের মুলমন্ত্র এবং স্রষ্টার পিতৃত্বের অধীনে বিশ্বের সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এ ধর্মের মুল লক্ষ্য।

৯.৪ঃ২ সমাজকল্যাণে খ্রিস্টান ধর্মের অবদান

সমাকল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মের অবদান নিম্নরূপঃ-

১। **মানব সেবা ঃ** মানব সেবাকে খ্রিষ্টধর্মে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। "যে মানুষের সেবা করে সে যেন স্রষ্টাকেই সেবা করে।" অতএব সৃষ্টির সেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

২। **সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ঃ** খ্রিষ্টধর্মের মুল বাণী, "সকল মানুষই সমান।" এজন্য সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সাহায্য-সহানুভূতি প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যিশখ্রিষ্টের মতে, "এ বিশ্ব হল স্রষ্টার পিত্রত্বের অধীনে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্রষ্টার সবাই এক পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য।

৩। **দানশীলতা ঃ** খ্রিষ্টধর্মে 'দানশীলতা' বা Charity খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিশু বলেন, "যে লোক নিজের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করে, সে খোদার চোখে ধনী নয়।" দানশীলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংগঠন `Cos' পাদ্রীদের দ্বারাই পরিচালিত হত।

৪। **দুস্থ ও আর্তমানবতার সেবা ঃ** দুস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় খ্রিষ্টধর্মের প্রশংসনীয়। যিশুখ্রিষ্ট বলতেনঃ "ঈশ্বরকে ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস। প্রতিবেশী মানে স্বদেশবাসী নয়, বিশ্ববাসী যারা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান।" (গুপ্ত ১৯৮২: ৫২০) বাইবেলে ঘোষিত হয়েছেঃ আর্তপীড়িত মানবতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।"

৫। **সমাজসেবা ও জনকল্যাণ ঃ** খ্রিষ্টধর্মের আদর্শে সমাজসেবা ও জনকল্যাণমুলক কাজ মুলত গির্জার মাধ্যমেই পরিচালিত হত। বর্তমানে ও বিভিন্ন সমাজসেবামুলক ও জনকল্যাণকর কাজ মিশানারিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

৬। **শান্তি-শৃংখলা ও কল্যাণ ঃ** সমাজ জীবনে শান্তি-শৃংখলা ও কল্যাণ লাভের জন্য খ্রিষ্ট সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি মিথ্যা, খুন, ব্যাভিচার, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেছেন এবং মাতাপিতার সেবা-সম্মান, প্রতিবেশীর ভালবাসা, আর্তের সেবা প্রভৃতি উৎসাহিত করেছেন।

৭। **অপরাধ সংশোধন ঃ** "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়"। যিশুর এ বাণীর মধ্যেই অপরাধ সংশোধনের আধুনিক পদ্ধতির দিক নির্দেশনা নিহিত রয়েছে।

৮। **সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ঃ** বিশ্বব্যাপী খিষ্ঠধর্মের আর্দশে এর অনুসারীরা গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ মুলক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে দলীয় প্রচেষ্টার প্রতীক হিসেবে খ্রিষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা লক্ষ্যনীয়।

৯। **আত্মার পরিশুদ্ধতা ঃ** যিশু আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জনে নৈতিকতা যেনে চলা, মন্দ স্বভাব বর্জন ও তাঁর পথে চলার কথা বলেছেন ।

১০। **মুল্যবোধ ঃ** খ্রিষ্টধর্মের উল্লেখযোগ্য মুল্যবোধসমুহ হচ্ছে ঃ

ক) সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব,
খ) আর্তমানবতার সেবা,
গ) মানুষের সম মর্যাদা,
ঘ) মানব প্রেম, সেবা ও ভালবাসা, এবং
ঙ) পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয় প্রভৃতি।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সমাজকল্যাণের বিকাশে খ্রিষ্টধর্ম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সমাজকল্যাণ মুলক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে খুবই অর্থবহুল।

সারাংশ ঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণের বিবর্তন ও বিকাশে খ্রিস্টধর্মের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যীষুখ্রিস্ট। এ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হল বাইবেল। মানব প্রেম, মানবসেবা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ও অহিংসার প্রতি এতে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । "খোদার রাজ্যে সবাই সমান"- এটি খ্রিস্ট ধর্মের মুলমন্ত্র এবং 'স্রষ্টার পিতৃত্বের অধীনে বিশ্বের সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা" হচ্ছে এ ধর্মের মুল লক্ষ্য। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মের অবদান হল-

১। খ্রিস্ট ধর্মে অহিংসা, মানবতাবোধ এবং ভ্রাতৃবোধের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা সমাজকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২। খ্রিস্ট ধর্মে মানব সেবা ও সমাজসেবা মুলক কাজ অত্যন্ত পুণ্যকর্ম রূপে বিবেচিত।

৩। খ্রিস্ট ধর্মে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রতিবেশীকে সহায়তা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

৪। দুঃস্থ ও আর্ত-মানবতার সেবায় সম্মিলিত উদ্যোগ খ্রিস্ট ধর্মে খুবই প্রশংসিত।

৫। বর্তমানে সারা বিশ্বে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান খ্রিস্টানদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে।

সুতরাং বলা যায় সমাজকল্যাণে খ্রিস্ট ধর্মের অবদান খুবই তাৎপর্য পূর্ণ।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "খোদার রাজ্যে সবাই সমান", এটি কোন ধর্মের মুলমন্ত্র ?

ক) হিন্দু ধর্ম খ) বৌদ্ধ ধর্ম

গ) খ্রীষ্ট ধর্ম ঘ) জৈন ধর্ম।

২। খ্রীষ্টানদের ধর্ম গ্রন্থের নাম কি ?

ক) গীতা, খ) ত্রিপিটক

গ) বাইবেল ঘ) রামায়ন।

পাঠ- ৯.৫ ঃ আধুনিক সমাজকল্যাণে ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি----

☞ ৯.৫ঃ১ আধুনিক সমজাকল্যাণে ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব বলতে পারবেন

৯.৫ঃ১ আধুনিক সমজাকল্যাণে ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব

ধর্ম সকল সমাজেই স্বীকৃত। ধর্মীয় আদর্শ, নীতি, মুল্যবোধ ও ধর্মীয় বিধি-বিধান সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। সমাজকল্যাণে ধর্মীয় প্রথা প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. **ব্যক্তির মুল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ঃ** পৃথিবীর সকল ধর্মই ব্যক্তির মুল্য ও মর্যাদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম ও মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে।

২. **আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার ঃ** প্রধান প্রধান সকল ধর্মই মানুষের সকল ব্যাপারে পূর্ন স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে"। কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে সকল ধর্মই চরম মানবাধিকার লঙ্গন বলে ঘোষণা দিয়েছে।

৩. **পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি ঃ** মানুষে মানুষে পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই স্বীকৃত।

৪. **সকলকে সমান সুযোগ দান ঃ** বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান সুযোগ দানের নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৫. **সামগ্রিক জীবন দৃষ্টি ঃ** সকল ধর্মই মানব জীবনের অখন্ড সত্তায় বিশ্বাসী। ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন দর্শন। অন্যান্য ধর্ম ও প্রায় একই দর্শনে বিশ্বাসী।

৬. **সামাজিক দায়িত্ব ঃ** মানব জীবনে দায়িত্ব ও অধিকার পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সামাজিক দায়িত্বপালন পৃথিবীর সকল ধর্মের অন্যতম সামাজিক মুল্যবোধ।

৭. **সরল জীবন যাপনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ঃ** কোন ধর্মেই অপচয় ও অপব্যয়কে পছন্দ করে না। সৎও পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ প্রতিটি ধর্মেই দেয়া হয়েছে।

৮. **মানুষের নিরাপত্তা বিধান ঃ** সকল ধর্মেই মানুষের সার্বিক দিকের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।

৯. **সামাজিক সংহতি বিধান ঃ** প্রতিটি ধর্মেই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সংহতি বিধান করে থাকে।

১০. **অপরাধ থেকে মুক্তি ঃ** কোন ধর্মই অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না। ধর্মের প্রায়শ্চিত্তমূলক বিধিবিধান এবং নির্দেশাবলী মানুষকে অপরাধ থেকে দুরে রাখে।

উপরোক্ত ধর্মীয় দর্শন ও বিধি ব্যবস্থা গুলোর সাথে সমাজকল্যাণ গভীর ভাবে সম্পর্কিত যা আধুনিক সমাজকল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ ধর্মীয় দর্শনের লক্ষ্য ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্য কার্যতঃ এক ও অভিন্ন। মূলতঃ ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করেই সমাজকল্যাণ দর্শন গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, "আধুনিক সমাজকল্যাণের মুল ধর্মীয় দর্শনের গভীরে প্রোথিত।"

সারাংশ ঃ

আধুনিক সমাজকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশে বিভিন্ন ধর্মের ভুমিকা প্রণিধানযোগ্য। সমাজকল্যাণের দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি ধর্মীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় অনুশাসন, নীতি, মুল্যবোধ ও প্রেরণাই মানুষকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রতিটি ধর্মই কতগুলো মৌলিক সাধারণ মুল্যবোধ ও দর্শনে বিশ্বাসী যেগুলো সার্বিক ভাবে মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে মানবতার তথা সমাজের কল্যাণ করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে যেমন- ব্যক্তির মুল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি, সকলকে সমান সুযোগ দান, সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি, সামাজিক দায়িত্ব, সরল জীবন যাপন, অনুপ্রেরণা সৃষ্টি, মানুষের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক সংহতি বিধান, অপরাধ থেকে মুক্তি, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও নৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি ধর্মীয় দর্শন ও বিধি ব্যবস্থা গুলোর সঙ্গে সমাজকল্যাণ গভীরভাবে সম্পর্কিত। বলা হয়ে থাকে ধর্মীয় দর্শনের লক্ষ্য আর সমাজকল্যাণের লক্ষ্য কার্যতঃ একই এবং ধর্মীয় দর্শন ও

মুল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই পরিশেষে মন্তব্য করা যায় যে, "আধুনিক সমাজকল্যাণের মুল ধর্মীয় দর্শনের গভীরে প্রোথিত।"

পাঠোত্তর মুল্যায়ন – ৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধর্ম কোন্ কোন্ সমাজে স্বীকৃত ?

ক) মুসলিম সমাজে খ) হিন্দু সমাজে

গ) বৌদ্ধ সমাজে ঘ) সকল সমাজে।

২। সমাজকল্যাণের দার্শনিক ভিত্তি কি ?

ক) ধর্মীয় দর্শন খ) সামাজিক মুল্যবোধ

গ) দয়া ও অনুকম্পা ঘ) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

অনুশীলনী
ইউনিট-৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ইমলাম ধর্ম কি?

২। হিন্দ ধর্ম কি?

৩। বৌদ্ধ ধর্ম কি?

৪। খ্রিস্টান ধর্ম কি?

রচনামুক উত্তর-প্রশ্ন ঃ

১। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অবদান লিখুন?

২। সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের অবদান লিখুন?

৩। সমাজকল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মের অবদান বর্ণনা করুন?

৪। খ্রিস্টান ধর্মের পরিচয় দিন ? সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মের অবদান লিখুন?

৫। আধুনিক সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব বর্ণনা করুন?

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৯

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ১	ঃ	১) ঘ	২) খ	৩) গ
পাঠোত্তর মুল্যায়ন ২	ঃ	১) গ	২) ক	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৩	ঃ	১) ঘ	২) গ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৪	ঃ	১) গ	২) গ	
পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৫	ঃ	১) ঘ	২) ক	